যুগান্তর

তারিখ 3 1 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৩

কারিগরি বোর্ডের শীর্ষ ২০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যুগান্তর রিপোর্ট

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি ও দাখিল (ভোকেশনাল) পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করেছে রাজশাহীর ইউসেপ-রাজশাহী টেকনিক্যাল স্কুল পবা এবং গাজীপুরের কাপাসিয়ার দক্ষিণগাঁও খালিবা দাখিল মাদ্রাসা। দুটি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে এ দুই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবচেয়ে ভালো ফল অর্জন করেছে। এ পরীক্ষায় ঢাকার বাইরের প্রতিষ্ঠানগুলো তুলনামূলক ভালো ফল অর্জন করেছে। পাঁচ মানদণ্ডে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। মানদণ্ডগুলো হচ্ছে— নিবন্ধিত শিক্ষার্থী, নিয়মিত পরীক্ষার্থী, মোট পরীক্ষার্থী, পাসের সংখ্যা ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যার গড় করে শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাছাই করেছে শিক্ষা বোর্ড।

এসএসসি (ভোকেশনাল) : কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জনকারী রাজশাহীর পবার ইউসেপ-টেকনিক্যাল স্কুল নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ জন। পরীক্ষায় ৬০ জন অংশ নিয়ে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯ জন। শীর্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানদণ্ডে এ প্রতিষ্ঠানটি ১০০ নম্বরের মধ্যে ৯০ দশমিক ৪৯ পেয়েছে। এর পরের অবস্থানে রয়েছে ঢাকার মিরপুরের ইউসেপ ঢাকা টেকনিক্যাল স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ৭৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে ৭৩ জন। অংশগ্রহণকারী সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। তৃতীয় অবস্থানে খুলনার খালিশপুরের ইউসেপ মহসিন টেকনিক্যাল স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন শিক্ষার্থীর সবাই পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৫৮ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। পাসের হার শতভাগ। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রামের চাঁদগাঁওয়ের এ কে খান ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল। পরীক্ষায় ৬০ জন অংশ নিয়ে ৫৯ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। তবে একজন অকৃতকার্য হয়েছে। পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে সিলেটের ইউসেপ হাফিজ মজুমদার সিলেট টেকনিক্যাল স্কুলের নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৬০ জন। ৫৭ জন নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই জিপিএ-৫ পেয়েছে। ষষ্ঠ অবস্থান অর্জন করেছে ঢাকার ভেমরায় অবস্থিত বাওয়ানী হাই স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ৯০ জন। এর মধ্যে ৭৮ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৭৮ জন পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৭৩ জন। সপ্তম অবস্থানে রয়েছে নারায়ণগঞ্জের বন্দর থানাধীন কদমাগাছিয়া ইউনিয়ন হাই স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানের ৬০ জন নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫৭ জন নিয়মিত এবং দুজন অনিয়মিত শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ৫৯ জন পাস করেছে। এর মধ্যে ৪৪ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। অষ্টম স্থানে রয়েছে টাঙ্গাইলের গোপালপুরের সুটি ভি এম পাইলট হাই স্কুল। এই প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ৯০ জন শিক্ষার্থীর ৮৭ জন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৮৭ জনই পাস করেছে। মধ্যে ৫৭ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। নবম স্থানে রয়েছে টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার ঘাটাইল ঘানা পাইলট হাই স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত শিক্ষার্থী ৬০-এর মধ্যে ৫৭ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৫৭ জনই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৭ জন। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে দশম স্থানে রয়েছে ঢাকার সাভারের সোসাইটি অব সোস্যাল রিফর্ম হাই স্কুল। এ প্রতিষ্ঠানের ৬২ জন নিবন্ধিত শিক্ষার্থী হলেও পরীক্ষায় অংশ নেয়া ৫৮ জনের মধ্যে ৫৭ জন পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৮ জন।

দাখিল (ভোকেশনাল) : দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা গাজীপুরের কাপাসিয়ার দক্ষিণগাঁও খালিবা দাখিল মাদ্রাসার নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০ জন। এর মধ্যে ২৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৫ জনই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ২২ জন। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চট্টগ্রামের লোহাগড়া উপজেলার বুড় হাতিয়া মলকুপুরিয়া মিসকাতুল উলুম মাদ্রাসার নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩৬ জন। পরীক্ষায় ২৭ জন অংশ নিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৯ জন। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে কক্সবাজার মডেল মহিলা কামিল মাদ্রাসা। ৩৮ জন নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর ৩০ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৮ জন। চতুর্থ অবস্থানে থাকা টাঙ্গাইলের গোপালপুরের দারুল উলুম কামিল মাদ্রাসা ২৭ জন নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর ২৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ জন। পঞ্চম অবস্থানে থাকা ফরিদপুরের ভাঙ্গার ইকামাতাদিন মডেল ফাজিল মাদ্রাসা। এ প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধিত ৪২ শিক্ষার্থীর ২৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ১০ জন। ষষ্ঠ অবস্থানে থাকা ফরিদপুরের মুসলিম মিশন দাখিল মাদ্রাসা। এই প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ২৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২৩ জন পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। সপ্তম স্থানে থাকা ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার মুয়াজ্জেমপুরের আশরাফ চৌধুরী ফাজিল মাদ্রাসার ৪৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫ জন। অষ্টম অবস্থানে থাকা মানিকগঞ্জের সাটুরিয়ার বালিয়াটি দাখিল মাদ্রাসার ৫৫ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৫৪ জন পাস করেছে। তবে এই প্রতিষ্ঠানের কেউ জিপিএ-৫ পায়নি। নবম অবস্থানে থাকা বগুড়ার শেরপুরের হাপুনিয়া দাখিল মাদ্রাসার ২৩ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ২২ জন পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩ জন। দাখিল ভোকেশনাল পরীক্ষায় দশম অবস্থানে রয়েছে ময়মনসিংহের নান্দাইল থানার মিসিরপুরের রহমানিয়া দাখিল মাদ্রাসা। এই প্রতিষ্ঠানের ৯০ জন নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর মধ্য ৫৯ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সবাই পাস করেছে। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬ জন।